উইলপত্র দলিল লেখার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

১. উইলপত্রের সংজ্ঞা ও উদ্দেশ্য

- **সংজ্ঞা:** উইলপত্র হলো একটি আইনি দলিল, যার মাধ্যমে একজন ব্যক্তি (উইলকারী) তার সম্পত্তি বণ্টনের ইচ্ছা প্রকাশ করেন, যা তার মৃত্যুর পর কার্যকর হয়।
- **উদ্দেশ্য:** সম্পত্তির সুষ্ঠু বণ্টন নিশ্চিত করা, পারিবারিক বিরোধ এড়ানো এবং উইলকারীর শেষ ইচ্ছা পূরণ করা।

২. উইলপত্র লেখার পূর্বশর্ত

- **বয়স:** উইলকারীর বয়স কমপক্ষে ২১ বছর হতে হবে।
- **মানসিক সুস্থতা:** উইলকারীকে মানসিকভাবে সুস্থ ও সচেতন থাকতে হবে।
- **স্বাধীন ইচ্ছা:** উইল লেখার সময় কোনো চাপ, প্রভাব বা জবরদস্তি ছাড়া স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

৩. উইলপত্রের গঠন

- **শিরোনাম:** দলিলে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে যে এটি একটি উইলপত্র।
- **উইলকারীর পরিচয়:** নাম, ঠিকানা, জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর/আধার নম্বর ইত্যাদি।
- **তারিখ:** উইল লেখার সঠিক তারিখ উল্লেখ।
- **ঘোষণা:** উইলকারীর ঘোষণা যে তিনি সুস্থ মনে এবং স্বাধীনভাবে উইলটি তৈরি করছেন।
- **সম্পত্তির বিবরণ:** সম্পত্তির ধরন (জমি, বাড়ি, ব্যাংক আমানত, গাড়ি ইত্যাদি) এবং তার বিস্তারিত বিবরণ।
- **উত্তরাধিকারীদের তথ্য:** কে কোন সম্পত্তি পাবেন, তাদের নাম, সম্পর্ক এবং অংশ উল্লেখ।
- **নির্বাহকের নিয়োগ:** উইল কার্যকর করার জন্য একজন নির্বাহক (Executor) নিয়োগ।
- **সাক্ষী:** কমপক্ষে দুজন সাক্ষীর স্বাক্ষর সহ তাদের পরিচয়।

S S R K DIGITAL

৪. সম্পত্তি বণ্টনের নিয়ম

- **স্পষ্টতা:** কোন সম্পত্তি কার জন্য, কতটুকু অংশ, তা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে।
- **শর্তসাপেক্ষ উইল:** শর্তযুক্ত উইল (যেমন, শিক্ষা বা বিয়ের পর সম্পত্তি দেওয়া) লেখা যায়, তবে শর্ত আইনসম্মত হতে হবে।
- **বিকল্প ব্যবস্থা:** উত্তরাধিকারী মারা গেলে সম্পত্তি কার কাছে যাবে, তা উল্লেখ করা।

- **দাতব্য কাজ:** দাতব্য কাজের জন্য সম্পত্তি রাখার ইচ্ছা থাকলে তা উল্লেখ।

৫. সাক্ষী ও নির্বাহক

- **সাক্ষীর যোগ্যতা:** সাক্ষীদের মানসিকভাবে সুস্থ, প্রাপ্তবয়স্ক এবং নিরপেক্ষ হতে হবে। উত্তরাধিকারী সাক্ষী হলে উইলের বৈধতা প্রশ্নবিদ্ধ হতে পারে।
- **নির্বাহকের ভূমিকা:** নির্বাহক উইলের নির্দেশনা কার্যকর করবেন। তিনি বিশ্বস্ত ও দায়িত্বশীল হওয়া উচিত।
- **বিকল্প নির্বাহক:** প্রধান নির্বাহক অনুপস্থিত বা অক্ষম হলে বিকল্প নির্বাহকের নাম উল্লেখ।

৬. উইলপত্র সংশোধন ও বাতিল

- **সংশোধন:** উইলকারী যে কোনো সময় উইল সংশোধন করতে পারেন। নতুন উইল লিখলে পুরোনোটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল হয়।
- **কোডিসিল:** ছোটখাটো সংশোধনের জন্য কোডিসিল (অতিরিক্ত দলিল) তৈরি করা যায়।
- **বাতিল:** উইল ছিঁড়ে ফেলা, পুড়িয়ে ফেলা বা স্পষ্টভাবে বাতিলের ঘোষণা দিয়ে বাতিল করা যায়।

৭. নিরাপত্তা ও সংরক্ষণ

- **নিরাপদ স্থান:** উইলপত্র ব্যাংক লকারে, আইনজীবীর কাছে বা নিরাপদ স্থানে রাখা।
- **গোপনীয়তা:** উইলের বিষয়বস্তু গোপন রাখা, তবে নির্বাহক বা বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে এর অস্তিত্ব সম্পর্কে জানানো।
- **অনুলিপি:** মূল দলিলের গুরুত্ব বেশি হলেও একটি অনুলিপি রাখা যেতে পারে।

৮. সাধারণ ভুল এড়ানো

- **অস্পষ্টতা:** সম্পত্তি বা উত্তরাধিকারীর বিষয়ে অস্পষ্টতা বিরোধের কারণ হতে পারে।
- **সাক্ষীর ভুল:** উত্তরাধিকারী বা অযোগ্য ব্যক্তিকে সাক্ষী করা।
- **অপূর্ণ তথ্য:** সম্পত্তির বিবরণ ভুল বা অপূর্ণ হলে উইল অকার্যকর হতে পারে।

S S R K DIGITAL

পশ্চিমবঙ্গে উইলপত্র সম্পর্কিত আইন

পশ্চিমবঙ্গে উইলপত্র সাধারণত **ইন্ডিয়ান সাক্সেশন অ্যাক্ট, ১৯২৫** এবং ধর্মীয় আইন (যেমন হিন্দু বা মুসলিম ব্যক্তিগত আইন) অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত হয়। নিচে পশ্চিমবঙ্গের আইনের গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো উল্লেখ করা হলো:

১. আইনি কাঠামো

- **ইন্ডিয়ান সাক্সেশন অ্যাক্ট, ১৯২৫:** হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ, জৈন এবং অন্যান্য অ-মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য প্রযোজ্য। এই আইনের ধারা ৫৯ অনুযায়ী, যে কোনো প্রাপ্তবয়স্ক এবং মানসিকভাবে সুস্থ ব্যক্তি উইল তৈরি করতে পারেন।
- **মুসলিম ব্যক্তিগত আইন:** মুসলিমদের ক্ষেত্রে শরিয়াহ আইন প্রযোজ্য। সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশের বেশি উইলের মাধ্যমে দেওয়া যায় না, বাকি অংশ শরিয়াহ অনুযায়ী বণ্টিত হয়।
- **হিন্দু ব্যক্তিগত আইন:** হিন্দুদের ক্ষেত্রে উইলের মাধ্যমে নিজের সম্পত্তি সম্পূর্ণভাবে বণ্টন করা যায়, তবে পারিবারিক সম্পত্তির ক্ষেত্রে **হিন্দু সাক্সেশন অ্যাক্ট, ১৯৫৬** প্রযোজ্য হতে পারে।

২. উইলের বৈধতা

- **লিখিত ও স্বাক্ষরিত:** উইল অবশ্যই লিখিত হতে হবে এবং উইলকারীর স্বাক্ষর থাকতে হবে। মৌখিক উইল সাধারণত গ্রহণযোগ্য নয়, তবে বিশেষ ক্ষেত্রে (যেমন সৈনিকদের জন্য) ব্যতিক্রম থাকতে পারে।
- **সাক্ষী:** কমপক্ষে দুজন সাক্ষীর উপস্থিতিতে স্বাক্ষরিত হতে হবে। সাক্ষীদের উত্তরাধিকারী হওয়া উচিত নয়।
- **মানসিক সুস্থতা:** উইলকারীকে মানসিকভাবে সুস্থ থাকতে হবে। যদি মানসিক অসুস্থতার প্রমাণ পাওয়া যায়, উইল চ্যালেঞ্জ করা যেতে পারে।

SSRK DIGITAL

৩. রেজিস্ট্রেশন

- **বাধ্যতামূলক নয়:** পশ্চিমবঙ্গে উইলপত্র রেজিস্ট্রেশন করা বাধ্যতামূলক নয়। তবে রেজিস্ট্রি করলে আইনি বৈধতা বৃদ্ধি পায় এবং ভবিষ্যতে বিরোধের সম্ভাবনা কমে।
- **প্রক্রিয়া:** সাব-রেজিস্ট্রারের কার্যালয়ে উইল রেজিস্ট্রি করা যায়। এর জন্য স্ট্যাম্প ডিউটি এবং রেজিস্ট্রেশন ফি প্রযোজ্য হতে পারে।

- **রেজিস্ট্রি সুবিধা:** রেজিস্ট্রিকৃত উইল জালিয়াতি বা হারিয়ে যাওয়ার ঝুঁকি কমায় এবং আদালতে এর গ্রহণযোগ্যতা বেশি।

৪. প্রোবেট (Probate)

- **প্রোবেট কী?:** প্রোবেট হলো উইলের আইনি বৈধতা প্রমাণের জন্য আদালতের সার্টিফিকেট। পশ্চিমবঙ্গে প্রোবেট আবশ্যক।
- **প্রক্রিয়া:** উইলকারীর মৃত্যুর পর নির্বাহক বা উত্তরাধিকারী জেলা আদালত বা হাইকোর্টে প্রোবেটের জন্য আবেদন করেন।
- **মুসলিম উইল:** মুসলিম উইলের ক্ষেত্রে সাধারণত প্রোবেটের প্রয়োজন হয় না, যদি না বিরোধ থাকে।

৫. মুসলিম আইনে উইল

- **এক-তৃতীয়াংশ নিয়ম:** মুসলিমরা তাদের মোট সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত উইলের মাধ্যমে দিতে পারেন। বাকি অংশ শরিয়াহ আইন অনুযায়ী বণ্টিত হয়।
- **অনুমতি:** ওয়ারিশদের সম্মতি ছাড়া এক-তৃতীয়াংশের বেশি সম্পত্তি উইল করা যায় না।
- **বৈধ উত্তরাধিকারী:** শরিয়াহ আইনের বাইরে কাউকে সম্পত্তি দেওয়ার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা রয়েছে।

৬. হিন্দু আইনে উইল

- **স্বাধীনতা:** হিন্দুরা তাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি সম্পূর্ণভাবে উইলের মাধ্যমে বণ্টন করতে পারেন।
- **যৌথ সম্পত্তি:** যৌথ পারিবারিক সম্পত্তির ক্ষেত্রে উইলকারীর অংশ (Share) উইল করা যায়। **হিন্দু সাক্সেশন অ্যাক্ট, ১৯৫৬** অনুযায়ী, কোপার্সেনারি সম্পত্তির অংশও উইল করা সম্ভব।
- **নারীদের অধিকার:** হিন্দু নারীরা তাদের স্ব-অর্জিত বা উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি উইল করতে পারেন।

S S R K DIGITAL

৭. অন্যান্য সম্প্রদায়

- **খ্রিস্টান ও পার্সি:** ইন্ডিয়ান সাক্সেশন অ্যাক্ট, ১৯২৫ অনুযায়ী খ্রিস্টান এবং পার্সিদের উইল নিয়ন্ত্রিত হয়। এদের ক্ষেত্রে কোনো ধর্মীয় সীমাবদ্ধতা নেই।
- **বৌদ্ধ, শিখ, জৈন:** এদের জন্যও ইন্ডিয়ান সাক্সেশন অ্যাক্ট প্রযোজ্য।

৮. উইলের বিরোধ ও সমাধান

- **চ্যালেঞ্জ:** উইলের বৈধতা নিয়ে বিরোধ হলে (যেমন জবরদস্তি বা জালিয়াতির অভিযোগ) আদালতে মামলা দায়ের করা যায়।
- **আদালতের ভূমিকা:** পশ্চিমবঙ্গে জেলা আদালত বা কলকাতা হাইকোর্টে উইলের বৈধতা যাচাই করা হয়।
- **প্রমাণ:** উইলকারীর মানসিক সুস্থতা, সাক্ষীদের বিবৃতি এবং দলিলের সত্যতা প্রমাণ করতে হয়।

৯. স্ট্যাম্প ডিউটি ও খরচ

- **স্ট্যাম্প ডিউটি:** পশ্চিমবঙ্গে উইল রেজিস্ট্রির জন্য নামমাত্র স্ট্যাম্প ডিউটি প্রযোজ্য। এটি সাধারণত সম্পত্তির মূল্যের উপর নির্ভর করে না।
- **প্রোবেট ফি:** প্রোবেটের জন্য আদালতের ফি সম্পত্তির মূল্যের উপর নির্ভর করে। পশ্চিমবঙ্গে এটি সাধারণত ২-৭% হয়।

S S R K DIGITAL